ভোরের কাগজ

তারিখ ... AUG. [illegible] 1999 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

31

২৯ আগস্ট ঢাকায় কম্পিউটার সিটির উদ্বোধন

রুহুল আমিন রুশদ : আগামী ২৯ আগস্ট আগারগাঁওয়ের আইডিবি ভবনে চালু হচ্ছে দেশের সর্ববৃহৎ কম্পিউটার মার্কেট। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে মার্কেটের উদ্বোধন করবেন। 'কম্পিউটার সিটি' নামের এই মার্কেটের উদ্বোধনকে দেশের কম্পিউটার ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির (বিসিএস)

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

কম্পিউটার সিটির উদ্বোধন

● প্রথম পাতার পর

সার্বিক ব্যবস্থাপনায় আইডিবি ভবনের প্রথম থেকে চতুর্থ তলা পর্যন্ত ১ লাখ বর্গফুট স্থানে কম্পিউটার এবং তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত ৮০টি প্রতিষ্ঠান দোকান নিয়েছে। কম্পিউটার সিটির উদ্বোধন উপলক্ষে বিসিএস মাসব্যাপী উৎসবেরও আয়োজন করছে।

গত বছরের ১০ থেকে ১৬ ডিসেম্বর আইডিবি ভবনের একই স্থানে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির (বিসিএস) উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল দেশের সর্ববৃহৎ কম্পিউটার প্রদর্শনীটি। ক্রেতা-দর্শকদের পক্ষ থেকে বিপুল সাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে উৎসাহিত হয়ে বিসিএস আইডিবি ভবনে স্থায়ী কম্পিউটার মার্কেট গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়।

বিসিএস সভাপতি আফতাব-উল-ইসলাম কম্পিউটার সিটিকে তথ্য প্রযুক্তির যাবতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল হিসেবে অভিহিত করেছেন। গতকাল তিনি ভোরের কাগজকে বলেছেন, এ ধরনের একটি মার্কেটের প্রয়োজনীয়তা বেশ কিছুদিন যাবৎ অনুভূত হচ্ছিল। পৃথিবীর অনেক দেশেই সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এ ধরনের মার্কেট গড়ে তোলা হয়েছে, যেখানে কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত সমস্ত কিছু এক সঙ্গে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, গত কম্পিউটার মেলায় আইডিবি ভবনে সাড়ে ৩ লাখ দর্শক সমবেত হয়েছিল, যার বেশিরভাগই বয়সে তরুণ। কম্পিউটার সম্পর্কে সাধারণ মানুষের এই বিপুল আগ্রহ থেকেই বিসিএস আইডিবি ভবনে কম্পিউটার সিটি গড়ে তোলার চিন্তাভাবনা শুরু করে। তিনি বলেন, মার্কেটটি চালু হলে কম্পিউটার ব্যবহারকারীরাই সবচেয়ে বেশি লাভবান হবেন।

বিসিএস সাধারণ সম্পাদক আহমেদ হাসান জুয়েল কম্পিউটার সিটি গড়ে তোলার পুরো প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি জানান, আইডিবি ভবনের ১ লাখ বর্গফুট স্থানে প্রায় ২০০ দোকানের স্থান সংকুলান হবে। দোকান বরাদ্দ নিয়ে গতকাল পর্যন্ত ৮০টি প্রতিষ্ঠান ভবন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। বিসিএস এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিচ্ছে।

তিনি জানান, চুক্তি স্বাক্ষর করা ৮০টি কোম্পানির মধ্যে রয়েছে বিশ্বখ্যাত ব্রান্ড কোম্পানিগুলোর স্থানীয় পরিবেশক, আমদানিকারক ও খুচরা বিক্রেতারা। এ ছাড়াও তিনটি ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার এবং বেশ কয়েকটি সফটওয়্যার ও ট্রেনিং প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কম্পিউটার সমিতির সদস্যদের বাইরে ১৫টি প্রতিষ্ঠান কম্পিউটার সিটিতে দোকান নিয়েছে।

আগামী ২৯ আগস্ট থেকে বিসিএস কম্পিউটার সিটিতে মাসব্যাপী উৎসবে প্রায় প্রতিদিন র‍্যাফল ড্র-এর ব্যবস্থা থাকবে। আকর্ষণীয় সব পুরস্কার থাকবে এতে। সমিতির উদ্যোগে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্রছাত্রীদের কম্পিউটার সিটিতে নিয়ে আসার জন্য বাস সার্ভিসের ব্যবস্থা করা হবে। থাকবে ফিল্ম শোও। উৎসবস্থলে অডিও ভিজুয়াল প্রোজেকশন চলবে সারাদিন ধরে। উৎসবের গোটা মাসে ১৫ অথবা ৩০ জন বিশেষ অতিথি থাকবেন, যাদের বলা হবে 'গেস্ট অফ দ্য ডে'। তিনি উৎসব পরিদর্শন শেষে আগের দিনের র‍্যাফল ড্র-এর পুরস্কার বিতরণ করবেন।

উৎসবের এক মাসে কম্পিউটার সিটি থেকে কেনা কম্পিউটার সামগ্রী রাজধানীর ক্রেতাদের বাসায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটি পরিবহন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিসিএস চুক্তি করেছে। ঢাকার বাইরের যেসব কোম্পানি কম্পিউটার সিটি থেকে মালামাল কিনবে তাদের জন্যও পরিবহনের প্যাকেজ সুবিধা থাকবে। এ ব্যবস্থা চালু থাকবে স্থায়ীভাবে।